সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

(2318)

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৩০-১৮৪০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির, কলিকাতা
১৩৪০

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সাকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশিত—বৈশাখ, ১৩৪০

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৩৲
শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৩।০
সাধারণের পক্ষে—৩॥০

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নির্ঘণ্ট

চিত্র

শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালী জীবনের ছবি



কালীঘাট হইতে প্রত্যাগমন



চড়ক-পূজা



চড়ক-পূজা



পল্লী-নারী



কলিকাতার ভিখারী—যোগী, বৈরাগী, ফকীর



সম্ভ্রান্ত বাঙালীর গৃহে বাই-নাচ



কাপড়ওয়ালা

H



বানরওয়ালা

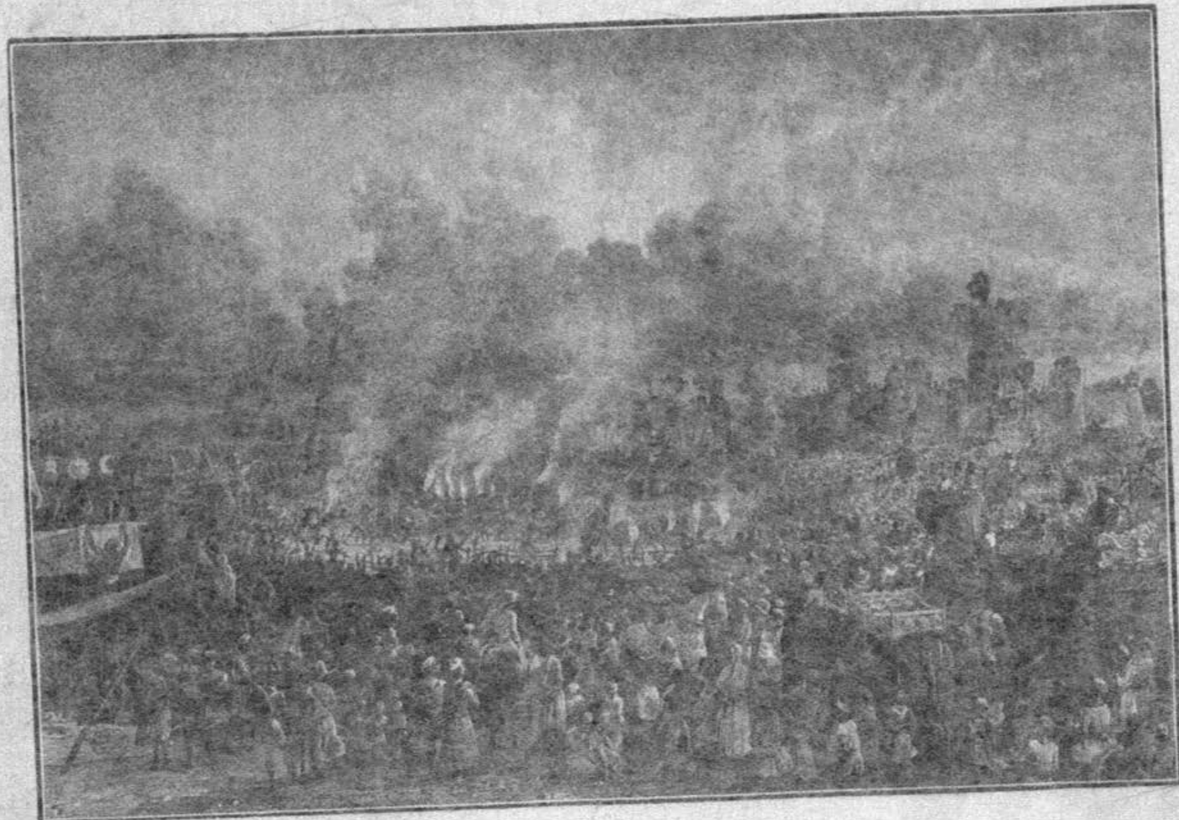




গৃহ-কাজ (কুটীরাভ্যন্তর)



বাই-নাচ



রামলীলা

ভূমিকা

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও সঙ্কলন-রীতি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছিল, বর্ত্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, এ-খণ্ডেও তাহার প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া এই নির্দ্দেশের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী অনুভূত হইবে।

১

প্রথম খণ্ডের মত এ-খণ্ডেও শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। যে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পূর্ব্বযুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহার পরিণতি হইল বলা চলে। হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া যাঁহারা পরজীবনে বাংলা দেশে জ্ঞানী ও কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি—তাঁহারা সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। যে-দুইজন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা যায়, সেই ডিরোজিও এবং কাপ্তেন রিচার্ডসনও এই সময়েই শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দু-কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে। এই সময়েই বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার পুরোধা ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন ও ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৮৪২, জুন) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল—কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হয়।

এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজ। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, যে-মধুসূদন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের পরিচয় দেন, তাঁহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগের কারণ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত

হইবার পর 'সমাচার চন্দ্রিকা' যে মন্তব্য করে, তাহা ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই মন্তব্যে অন্যান্য কথার মধ্যে 'চন্দ্রিকা'তে লেখা হয়,—

> আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কালপর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ফার্সী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচনা ৪৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ৪ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাঁহাদিগকে জেলা আদালতে কর্ম্মশিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত রাখা হয়, নতুবা স্মার্ত্তদিগের প্রতি দেশীয় লোকদের অনুরাগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা অর্জ্জনের আশা নাই। ৯ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে। উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-নামে যে ছাত্রটি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংস্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্দু-কলেজের কথা দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রথম সংবাদটি হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা দেশে বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অনুবাদও অভিনীত হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে। হিন্দু-কলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এই কলেজে শেক্সপীয়রের নাটকের অংশ-বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ১৪-১৫ পৃষ্ঠাতে এইরূপ আর একটি আবৃত্তির বিবরণে মধুসূদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি যদি মাইকেল হন, তাহা হইলে মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে তাঁহার হিন্দু-কলেজে প্রবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার আবশ্যক হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্র ও মাইকেল কর্ত্তৃক উহার প্রত্যুত্তর এবং ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে মাইকেলের নিবেদন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। এগুলি মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে পাইবার উপায় নাই।

২২-২৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু-কলেজ সংযুক্ত এক পাঠশালার শিলান্যাসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে দেশীয় ও বিদেশীয়

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পাঠশালা স্থাপিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলে,—

> এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৪ হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই পাঠশালা সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে।

ইহার পর হিন্দু-কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য, এ-কথা ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কালেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার নিকট এই ঋণস্বীকার তাঁহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে। ১৮৩১ সনে হিন্দু-কলেজের ছাত্রেরা তাঁহাকে বিরাট অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দন-পত্রে হেয়ারের পাঁচ শত পঁয়ষট্টি জন ছাত্র স্বাক্ষর করে এবং উহা ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত হয়। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ডেবিড হেয়ারের চিত্র-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আর একটি সংবাদ ৪৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিদ্যালয়গুলির চিকিৎসা-বিভাগ রহিত হইয়া যায়। ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বৎসরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোষিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোষিক দেন গবর্মেণ্ট এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড স্বয়ং ছাত্রদিগকে এই সকল পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মফঃস্বলেও ইংরেজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কলিকাতার বাহিরে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে। চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪১-৬৫ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে; যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, ডফ্ সাহেবের পাঠশালা

প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিন্দু ফ্রি স্কুল, ইহার প্রতিষ্ঠাতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক; অপরটি হিন্দু বেনেভোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন। দুইটিই বিনামূল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম হিন্দু ফ্রি স্কুলের সাহায্য-দাতাদের মধ্যে পাই, এবং জোড়াসাঁকোর রাধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি উহার পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণ। ৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন,—

> যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না।

অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হয়। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উহার পরিদর্শক ছিলেন। সে-যুগের প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই ইহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

৫০ পৃষ্ঠায় কলিকাতার যে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক সে-যুগে স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ পাইত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সেকালেও বাংলা দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় যে-জিনিষের প্রচলন হইত তাহা মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত না। এ কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদ, কি পোষাক-পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই খাটে। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বহু প্রমাণ আমরা পাই। কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ৫২-৬৫ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে টাকি ও মুর্শিদাবাদ—এই দুই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে আছে। ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড নিজব্যয়ে চানক বা বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ৫৫ পৃষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধৃত করা হইল উহা হইতে মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পত্র-লেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না, কারণ তিনি লিখিয়াছেন,—

> গরন্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্ম-করণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকূল গিয়াছে।

ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশালা স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়া পত্রলেখক বলিতেছেন,—

বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক।

ইহার পর ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় তিনটি নূতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে। এই সংবাদগুলির সহিত পূর্ব্বখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলনা করিলে, দেশে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা কিরূপ কমিয়া আসিতেছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

সে-যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছিল, এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাদানুবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লেখক বলিতেছেন যে শিক্ষাদ্বারা বাংলা দেশের স্ত্রীলোকদের ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার উন্নতিই হইবে না, কারণ, প্রথম, "এমনি কোন পুংবর্জ্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটোয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়," দ্বিতীয়তঃ, "বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত [পারমার্থিক ও নীতি সম্বন্ধীয়] কোন জ্ঞানোদয় হয়।" লেখকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বৌবাজারে একটি নূতন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে একটি সভা স্থাপনের সংবাদ পাই।

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে হলহেড, কোলব্রুক, মার্শম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হলহেড সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত হন। তাঁহার রচিত 'গ্রামার'ই ইংরেজ-রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। কেরী ও মার্শম্যানের মৃত্যু-সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে ৭৭ ও ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই স্থানে দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইনি নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। রামমোহন রায় ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ইনি 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' সম্পাদন এবং 'কুলার্ণব' নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ৭৪ পৃষ্ঠায় ইঁহার মৃত্যু-সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভা-সমিতি ও অন্যান্য কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সে-যুগের বাঙালীরা কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, কর্ম্মজীবনেও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন (৮৩-৯১ পৃষ্ঠা)। এই সকল সভা-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা হইত। কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচনা হইত। ৮৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গরঞ্জিনী সভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহা বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিবার উদ্দেশ্যে

স্থাপিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' নামে আর একটি সভা বাংলা ভাষা আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে (হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত) এই সভা স্থাপন করেন। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভার প্রথম সভাপতি হন রমাপ্রসাদ রায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে (১৮৩৬) বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিবার জন্য কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচন্দ্রোদয় নামে আর একটি সভা, এবং ১৮৩৮ সনে ঢাকাতেও তিমিরনাশক সভা নামে অপর একটি সভা স্থাপিত হয় (৮৯-৯০ পৃ.)।

সভা-সমিতি প্রসঙ্গে আরও দুইটি সভার উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহাদের একটি বৈদ্যসমাজ, অপরটি ধর্ম্মসভা। উহাদের বিবরণ ৮৫ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। বৈদ্যসমাজ কবিরাজদিগের সভা ছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষক খুদিরাম বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন। ধর্ম্মসভার একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা লওয়া। উদ্ধৃত বিবরণে আছে,—

৺মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক।

সে-যুগে অনেকেই যে বাংলা ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্যত্রও পাই। ৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এক পত্রে পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাষার তুলনায় এ-দেশে বাংলা ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার চর্চ্চা মোটেই হইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ৯৪ পৃষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এটিই বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় শিক্ষার জন্য এ-দেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা আছে। উহা হইতে জানা যায়, রাজা বৈদ্যনাথ রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। ইনি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও অকাতরে দান করিতেন।

এই অংশের ৯১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে অক্সফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন প্রফেসারের পদ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। এই পদটি এখনও অক্সফোর্ডে রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান বোডেন প্রফেসার ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এফ. ডবলিউ টমাস।

২

এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক। এখানে 'সাহিত্য' কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সঙ্কলনের এই অংশে সে-যুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রকৃত-

প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে আজকাল আমরা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝি, তাহা খুব কমই ছিল। দু-চারিখানি পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিলে সে-যুগে মৌলিক সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্ত্তমান সঙ্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-যুগের নূতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বঙ্গানুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ কিংবা শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সঙ্কলন; (২) ছাত্রপাঠ্য পুস্তক—যেমন, ব্যাকরণ, অভিধান, সহজবোধ্য ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি; (৩) ইংরেজী হইতে অনুবাদ; এবং (৪) এ-দেশীয় পুস্তকের ইংরেজীতে অনুবাদ। মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো প্রণীত 'দি পারসিকিউটেড' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে (১০৬ পৃ.); উহা ইংরেজী ভাষায় রচিত। এই অংশে মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রণীত অনেকগুলি অনূদিত পুস্তকের সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে মনে হয় মহারাজা কালীকৃষ্ণ এ-বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইংরেজীতে—এই দুই প্রকার অনুবাদই করিয়াছিলেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গুপ্তিপাড়া-নিবাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মার সরস দার্শনিক গ্রন্থ 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ১০০-০১)। ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলাৎ পাইয়াছিলেন।

এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে করা যাইতে পারে। প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতা (পৃ. ৯৯)। এই দুইটি পুস্তক তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পাকরাজেশ্বর' নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু ও মুসলমানী উভয় প্রকার খাদ্য-প্রস্তুতের প্রণালীই দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই সকল ভোজ্য খাইয়া অজীর্ণ হইলে কি ঔষধ খাইতে হইবে সে-সকল সংবাদও ছিল (১০৪ পৃ.)। ১১০ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ ও ১১৩ পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাভারতের সুবিখ্যাত সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষার দুইটি অভিধানের সংবাদ ১১৪ ও ১১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। প্রথমখানি জয়গোপাল শর্ম্মার 'বঙ্গাভিধান,' তিনি বলিতেছেন,—

> বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্যং ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অতাল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে…।

সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এ-দেশীয় সাময়িক পত্রের একটি ইতিহাস সঙ্কলন করিবার চেষ্টা আমি ১৩৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যে-সকল

তথ্য 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায় এই স্থলে সে-সকলই আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত হইল এই যুগে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর,' 'ইনকোয়ারার,' 'জ্ঞানান্বেষণ', 'রিফর্ম্মার,' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই অংশে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় যে পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে উহা তৎকালীন সাময়িক পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হয় না। ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা রাজদ্রোহসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—

> বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কিপ্রকারে ভয় সম্ভাবনা।

সম্ভ্রান্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাহার পরিচয় ১৪৬ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ রায়ের দুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া ধরিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন। এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে প্রহার করা এবং জলবিছুটি লাগানো হয়। আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পাস এর পরোয়ানা বাহির হইবার পরও রাজা রাজনারায়ণ 'ভাস্কর'-সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়া রাখেন। পরিশেষে 'ভাস্কর'-সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক থাকিতে ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেরিত হয় তাহার সংবাদ আছে। এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা। যে-পত্রিকা যেস্থানে প্রকাশিত হয়, সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়া

হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্যক লোক পড়িত তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হয়।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাষা সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে। যে-যুগের কথা পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ডে বলা হইয়াছে, তখন আদালতে ফার্সী ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া দিবার আদেশ হয়। গবর্ম্মেণ্টের এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পত্রাদি প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রটিতে পারস্য ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এ-বিষয়ে গবর্ম্মেণ্ট যে আদেশ দেন তাহা ১৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ৪৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ফার্সীর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বাংলা দেশে হিন্দীর প্রচলন করিবার প্রস্তাব প্রথমে হয়।

শুধু আদালতে নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা ভাষার প্রসার হয়, এ-বিষয়েও 'সমাচার দর্পণ' খুব আগ্রহশীল ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারে এ-দেশীয় লোকদের মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল। এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কৃত ও আর্বী পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত। 'সমাচার দর্পণে' এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয় তাহা ১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য কথার পর 'সমাচার দর্পণে' লেখা হইল যে, বোর্ডের সাহেবেরা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায়

> এই ফলোদয় হইয়াছে যে ঐ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষায় উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তুল্য অভাব আছে। গত অক্টোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ঐ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তদ্ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ঐ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে ঐ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

৩

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশে দেশের নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি বহু বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে। এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান।

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে নূতন ও পুরাতনের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাই। সামাজিক ব্যাপারে এ দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগুলি পুরাতনের পক্ষাবলম্বী ছিল, কতকগুলি নূতনের। পুরাতনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'ই প্রধান, এজন্য রক্ষণশীল দলের যুক্তিতর্ক প্রায়ই সমাচার চন্দ্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। 'সমাচার দর্পণে' এই সকল যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধৃত হওয়াতে ঐতিহাসিকের খুব সুবিধা হইয়াছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত মতামত ও পত্রাদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথা জানিবার সুযোগ হইত না।

'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে এইরূপ একটি উদ্ধৃত পত্র দিয়া এই পুস্তকের সামাজিক অংশ আরম্ভ করা হইয়াছে। পত্রখানি হিন্দু-কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে। হিন্দু-কলেজের শিক্ষার ফলে দেশের কি পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু পুরাতনপন্থীরা হিন্দু-কলেজকে কি চক্ষে দেখিতেন, সে কাহিনী আমাদের নিকট অনেকটা অজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত পত্রখানিতে ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় (১৬৭-১৭৫ পৃ.) উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে আমরা এ-বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি।

১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রখানিতে হিন্দু-কলেজে শিক্ষা পাইয়া পুত্রের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা হিন্দু-কলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা করিতেছেন। উহার দু-একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

> চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীতানুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীয় বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলে Nonsence [*sic.*] কহে...।

১৭১ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আর একজন হিন্দু-কলেজের ছাত্রের পিতার মনঃকষ্টের বর্ণনা আছে। এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়া কালী-দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া—

> উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ বালীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যাডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ বালীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করো তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল...।

এই সকল অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যায় এ-বিষয়ে একজন 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে লিখিলেন,—

> এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপনং আচার ব্যবহার ধর্ম্ম যাজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ বালীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিহ্মণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরি বোলং বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করণ পূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং বালীক ঝাটার দিগের তামাসা দেখুন। (পৃ. ১৭১)

আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাত্রদিগকে নিষ্ঠাবান্ করিবার জন্ত হিন্দু-কলেজের মেম্বরদের নিকট আবেদন করিলেন,—

> অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় থালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ করে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায়...। (পৃ. ১৭২)

বলা বাহুল্য হিন্দু-কলেজের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে একজন ১৮৩১ সনের ২২এ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণে' লিখিলেন,—

> এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কথন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। (পৃ. ১৩৭)

শিক্ষা এবং দেবপূজার সম্পর্ক সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি বিচার ১৭৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার বহু ইংরেজী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহা নহে।

শিক্ষার সহিত ঠিক সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহা ১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিশনরী কর্তৃক বালক-চুরির সংবাদ। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যে সকল সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন। এ-দেশীয় খৃষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই পৃষ্ঠায় পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি বালক অপহরণের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পাদরি কৃষ্ণমোহনকে সে-যুগের লোকেরা অবজ্ঞাসূচক

'কেষ্টা বান্দা' নামে অভিহিত করিত তাহার উল্লেখ এখানে পাই। কৃষ্ণমোহন যে এ-দেশীয় ভদ্রসন্তানদিগকে যে-কোন প্রলোভনে খৃষ্টান করিতে পরমোৎসাহী ছিলেন তাহার পরিচয় আমরা মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রেও পাই। কৃষ্ণমোহনের উপর আর একটি আক্রমণ ১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলির পর এ-দেশের কৌলীন্য ও কৌলীন্য-প্রথার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে। কৌলীন্য ও এ-দেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যে-যে নৈতিক অনাচার হইত তাহার কিছু কিছু আভাস ১৮১ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। পরের সংবাদটি আমাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ে'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দু-কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রচলিত আচারের দ্বেষী ছিল। সুতরাং উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দাসূচক সংবাদ প্রকাশিত হইত। নানা দৃষ্টান্ত দিবার পর 'জ্ঞানান্বেষণে'র পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

> আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই যোগা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। (পৃ. ১৮৬)

এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতূহলজনক। কয়েক জন কন্যা-বিক্রেতা এক বিপত্নীক ব্রাহ্মণের সহিত এক সুন্দরী মুসলমান-কন্যার বিবাহ দিয়া চারি শত টাকা আদায় করে। ব্রাহ্মণ এই কন্যার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর

> এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে 'কদু ছে কেয়া ছালান হোগা' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল 'ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে' তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা উঠা স্বাভাবিক। ১৮৩, ১৮৭ ও ১৯০ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক কথা আছে। ইহার মধ্যে আমরা একেবারে সরাসরি স্ত্রী-স্বাধীনতার যুক্তিও পাই। ১৮৭ পৃষ্ঠায় "চুঁচুড়া স্ত্রীগণস্য" স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাবি করা হইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইরূপ,—(১) সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের মত বিদ্যাধ্যয়নের অধিকার, (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আলাপ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের মত হস্তান্তরিত না-হওয়া; (৪) কন্যা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া; (৫) বহুবিবাহ রহিত করা; এবং (৬) বিধবার পুনর্ব্বিবাহ। এই পত্রখানি খুব সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখা নহে। তবে ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুগেই যে বিধবা-বিবাহের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল তাহার প্রমাণ ১৯২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

সে-যুগের সমাজ-সংস্কারকদিগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত না তাহা আমরা ১৯৫-৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্র ও মন্তব্যে পাই। এইগুলির লেখকদিগের আপত্তি বাঙালী সমাজে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে। প্রথম লেখক বলিতেছেন,—

> এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণাই এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়।

দ্বিতীয় লেখকের আপত্তি আরও গুরুতর। তিনি লিখিতেছেন,—

> কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন,...।

তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে বর্দ্ধমানাধিপ তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্মবস্ত্র-ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন।

ইহার পর ১৯৭ হইতে ২০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং ২০২-০৪ পৃষ্ঠায় মেলা প্রভৃতিতে জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাবের ও নিবারণের সংবাদ আছে।

এ-পর্য্যন্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে সে-সকলই দেশের ও সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। ২০৪ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত সংবাদ আছে। এই অংশে যাত্রা, নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের, এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও উল্লেখ আছে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হয়—উহার নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। এই নাট্যশালার বিবরণ ২০৪ হইতে ২০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই অংশে আখড়া গান, দুর্গোৎসবে মুসলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ' শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই বুলবুলির লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়িতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় উহার শালিস হন। ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় ছিল তাহার ধারণা করা যায়।

সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কি স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠায়, কি রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণে, কি দুর্ভিক্ষ ও দৈবদুর্ব্বিপাকে, কি চিকিৎসালয়-স্থাপনে,—সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার কয়েকটি এই,—টাকীর কালীনাথ রায় কর্ত্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে টাকী হইতে বারাসাত পর্য্যন্ত ১৮

ক্রোশ রাস্তা-নির্ম্মাণ, কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দান, উড়িষ্যায় ঝড়ের জন্য দুঃস্থ লোকদের সাহায্য-দান, মতিলাল শীল কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুতি হাসপাতাল স্থাপন, হাজী মহম্মদ মহসীনের দান। এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ ২২১-২৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই অংশের শেষে, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেন,—

...আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যেং ধনি ব্যক্তিরা নিজং দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাঁহারদিগকে রাজা বা অন্যান্য সম্ভ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের লোকেরা বড়নামাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত্ত হইলে এদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক।

ইহার পরই বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এগুলি বাংলা দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান। এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ২৪৩ পৃষ্ঠায় একজন পত্রপ্রেরক এ-দেশে যন্ত্র-প্রবর্ত্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন। ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ ঠাকুর পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর উত্থান ও পতনের, এবং ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ডের সংবাদ আছে। ২৫৩ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, সে-যুগে প্রকাশ্যভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বাঙালীদিগকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য। ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে।

সমাজ-বিভাগের ২৫৪-৮৭ পৃষ্ঠা শাসন-বিষয়ক। এই অংশে এ-দেশে ইংরেজ-শাসনের পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে। ১৮৩৩ সনে এ-দেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জষ্টিস্ অফ্ দি পীসের কাজ এবং যে-সকল মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টানরা লিপ্ত আছে এরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ্চ 'সমাচার দর্পণ' এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে। এই মূল্যবান আলোচনাটি ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ সন পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক রাজকার্য্যে এ-দেশীয় লোক নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে এ-দেশীয় লোকেরা খুব উচ্চপদে নিযুক্ত হইত। 'সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পারা যায় যে তখন

এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।

দ্বিতীয় যুগে রাজকার্য্যে এ দেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং তৃতীয় যুগে আবার এ-দেশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। 'সমাচার দর্পণে'র এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে বিচারকার্য্যে স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এ-দেশের লোকে প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে'র বিবরণ এইরূপ,—

পরন্তু আমরা এতদ্রূপ রীতিপরিবর্ত্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্যতঃ দেশের মধ্যে লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকস্থ পদোপলক্ষে মফঃসলের ভূরিং ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা অভিপ্রায় তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক সুগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দমা করিতে হইবেক তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাহারদের মনে সর্ব্বই রহিয়াছে। কর্ম্মচারিরা ভারি বেতন পাইয়াও অন্যায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহারা যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এতদ্রূপ যে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তৎপদের দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের এই বোধ যে যাঁহারা কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবম্বিধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমরা বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত হন আশুতোষ দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, কালীপ্রসাদ ঘোষ ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫৮-৬০ পৃষ্ঠায় ইহাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জষ্টিস্ অফ দি পীস নিয়োগের সংবাদও ২৬১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। প্রথম এ-দেশীয় জষ্টিস্ অফ দি পীস্ দুইজন—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব। বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে না এরূপ একটি অভিযোগ ৪৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, চাকরি-সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে।

ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ আছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবর্ন্মেণ্টকে কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ কৌতূহলজনক। একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি-ভাবে স্বয়ং স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া পাল্কীতে বদ্ধ হইয়া দুর্বৃত্ত দমন করেন তাহার কাহিনী এই সংবাদে বলা হইয়াছে।

সে-যুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ২৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা হইয়াছে,—

দস্যু রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হুজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলায় জরিমানা হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফ্তার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হুজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার খানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমালে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ২৬৯-৭০ ও ৪৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। একটি অভিযোগের লেখক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতির সম্পাদক। গৌরীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ২৭২-৭৪ ও ৪৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

২৭৫ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুনা পাওয়া যাইবে। দণ্ড এইরূপ,—

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্ত্তে নানা ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মালাস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দ্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেঁড়রাওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মুখেং জয়বাদের ন্যায় ঢেঁড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরিং লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল...।

১৮৩৫ সনে স্যর চার্লস্ মেটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ২৭৬-৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। শাসন সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক তথ্য আছে।

ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যসমাজ, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য। বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকেরা যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন সেখানে না যান, ও বৈদ্য-জাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঔষধ বিক্রয় না করেন তাহা দেখিবার জন্য এবং বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈদ্যসমাজ স্থাপিত হয়। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার প্রতিষ্ঠা হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য। এই ধরণের সভা-

সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে। জমিদারদের সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়।

সমাজ-বিভাগের ২৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা স্বাস্থ্য-বিষয়ক। এই অংশে এ-দেশে মহামারী, ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে।

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ। এই অংশকে আবার চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে দেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাঁহার পালিত পুত্র রূপে পরিচিত রাজারাম রায় ও চতুর্থ ভাগে তাঁহার বিলাত-যাত্রায় সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই অংশে যাঁহাদের কার্য্যকলাপ বা মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সে-যুগের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দু-এক জন ছাড়া ইঁহাদের কাহারও বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে এ-কথা বলা চলে না। সুতরাং এই অংশে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার বেশী মূল্য সেকালের সম্ভ্রান্ত লোকের জীবন-যাত্রার চিত্র হিসাবে—কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান।

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩০১-০২ পৃষ্ঠায় বর্দ্ধমানের বিখ্যাত জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে। ৩০৬ পৃষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আছে। ডিরোজিওর শিষ্য দক্ষিণানন্দন এককালে হিন্দুদ্বেষী 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই সংবাদটিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কি ভাবে ঔষধ খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি পরে বর্দ্ধমানের মহারাণী বসন্তকুমারীর মোক্তার হইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তদ্বির করিতেন (পৃ. ৩০৮, ২৬৯-৭১)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন খ্যাতনামা লেখক ও সম্পাদক। তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথ্য ৩১০-১৫ পৃষ্ঠায় সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ-দেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সংবাদ ৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বহু তথ্য ৩১৬-১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই সকল সংবাদের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদও আছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই ঘটনার তারিখটি অবিদিত ছিল। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের চূড়া-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। আরও দুই জনের মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য; একজন খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (পৃ. ৩১৯), অপর জন লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী শ্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ. ৩২৫)। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সংবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইহার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বহু সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশের অধিকাংশ সংবাদই রামমোহনের বিলাতযাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু-বিষয়ক। রামমোহনের বিলাতযাত্রায় এ-দেশের কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচনা ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন, সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেন, দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে কতটা সফল হন, এ-সকল সংবাদ স্বতন্ত্রভাবে এই অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। রামমোহনের মৃত্যু ও তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৩৫৭-৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অংশে রামমোহনের জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বহু তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

রামমোহন-সম্পর্কিত সংবাদের পর রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র এতদিন পর্য্যন্ত এই ধারণা চলিয়া আসিয়াছে। তিনি যে প্রকৃত-প্রস্তাবে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান তাহা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতায়ও এ-বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল,—

দ্বিজরাজের খেদোক্তি

শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর শুন মহাশয়।
নিবেদন করি কিছু মনের আশয়॥
ব্রহ্মকুলোদ্ভব হই দ্বিজরাজ নাম।
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজ ধাম॥
পরিচয় দিনু এবে মনো দুঃখ শুন।
কহিতেং দুঃখ হইবে দ্বিগুণ॥
... ...
সন্ধ্যা বন্দনাদি ত্যজি যবন আচার।
করি সদা মনে মনে ভাল বাসি সে বিচার॥
তাতে শ্রদ্ধা কত হইল কবকি বিশেষ।
মহরমে বুক কুটি পরি কালা বেশ॥

যবনী প্রেয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল॥
... ...
ভাগ্য গুণে মিলেছিল যবনী রমণী।
পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয় বাদিনী॥
তার গর্ভে জন্মে এক সুলক্ষণা কন্যা।
আমার নয়নতারা রূপে গুণে ধন্যা॥
... ...
এমন সন্তান আর সন্ততি যাহার।
বুঝহ কেমন হয় জননী তাহার॥
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল।
কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল॥

রামমোহনের মৃত্যুর পর রাজারাম স্যর জন্ হব্‌হাউসের চেষ্টায় বিলাতে বোর্ড-অফ-কন্‌ট্রোলের আপিসে কেরাণী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত সিবিলিয়ান হইতে পারেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পী জন্ কিং কর্ত্তৃক রাজারামের একটি তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়। এই চিত্রটি ১৮৩৪ সনে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি চিত্রখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সমাজ-বিভাগ শেষ করা হইয়াছে। এই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় রামমোহনের পাচক-হিসাবে বিলাত গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোন বিশিষ্টতা নাই।

৪

এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই বিভাগটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত, (১) ধর্ম্মকৃত্য, (২) ধর্ম্মব্যবস্থা, (৩) ধর্ম্মস্থান, (৪) ধর্ম্মসভা, ও (৫) বিবিধ। প্রথম ভাগে নানা পূজাপার্ব্বণ, তুলাদান, শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি সম্বন্ধে সংবাদ আছে। এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই (পৃ. ২৭৩-৭৮) আমরা চড়কপূজায় বাণফোঁড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা পাই। তখনই এই সকল প্রথা রহিত করিবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চৈত্রোৎসবকে কিছু সংযত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় 'দুর্গার দুর্দ্দশা' শীর্ষক একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। চুঁচুড়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া হওয়াতে বারোয়ারি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন হয় নাই। পত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয়া মন্তব্য করিতেছেন,—

> এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষঁয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রথার কথা ৪৬১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবলির সংবাদ ছিল। বর্ত্তমান খণ্ডের ৩৮৫-৮৬ পৃষ্ঠাতেও বর্দ্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই নরবলি-সম্পর্কে বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের নাম উঠে। ২৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গাযাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা বলা হইয়াছে।

এই অংশের ৩৯৬ ৯৭ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একত্রভোজন ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন কেবল আমাদের কালেই আরব্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে উহার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। সংবাদটি এইরূপ,—

> …কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্ম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মালা প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুড়ের খালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই…।

ধর্ম্ম-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার পর ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে। এই অংশের ৪০৭-১১ পৃষ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে।

তীর্থস্থানের বিবরণের পর ধর্মসভার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দু আচার-ব্যবহারকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বহু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার উদ্যোক্তা ও পোষক ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার সম্পাদক ছিলেন। সতীদাহ-নিবারণের সমর্থকদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধর্মসভার পক্ষ হইতে যে চেষ্টা হয় তাহার সংবাদ ৪১৩ পৃষ্ঠায় আছে। ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্মসভার কয়েক জন উৎসাহী নেতার আচার ও ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেন তাহা ৪১৪-১৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মসভার অনুকরণে শাখা ধর্মসভাতেও গানবাজনার আয়োজন হয়। ইহাকে লেখক 'ছাতারের নৃত্য' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্মসভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত সংবাদ ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মসভা-সম্বন্ধীয় একটি সংবাদ এই অংশের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৪১৭)।

ধর্ম বিভাগের শেষে (পৃ. ৪১৮-২০) যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের দুইটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা ছিল।

৫

এই কয় বিভাগের শেষে 'বিবিধ' শীর্ষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফঃস্বলে রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, পুল, প্রভৃতি নির্মাণ সংবাদ। এই অংশের ৪২৫ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণের সংবাদ আছে।

এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষের নানা স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে। বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম সমরু ও তাঁহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বহু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভাগের শেষে বাংলা দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে। উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার লোক ও বাড়ির সংখ্যা (পৃ. ৪৪৬), কলিকাতার শ্যামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন আরোহণ সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৪৪৭)।

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের কয়েকখানি ছিন্ন কীটদষ্ট 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ১২৩৭ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' আছে। ইহা হইতেও উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন করিয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

চিত্র-পরিচয়

বর্ত্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, একটি ব্যতীত সেগুলি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সহিত ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ছবিগুলির ব্লক ব্যবহারের অনুমতি দিবার জন্য 'প্রবাসী'র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই চিত্রগুলি ১৮৩২ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস্. সি. বেলনস্ প্রণীত *Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal* (from Sketches by Mrs. Belnos) নামক একখানি পুস্তক হইতে গৃহীত। মিসেস্ বেলনস্ নিজেকে "এতদ্দেশবাসী" (a native of the country) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে সে-যুগের বাঙালী-জীবনের কতকগুলি বড় বড় ছবি আছে। বইখানি বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল; সোসাইটির পক্ষ হইতে গ্রেভস্ সি. হটন্ বইখানির একখানা অনুমোদন-পত্র দিয়াছিলেন। এই পত্রখানি ও রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক লিখিত একখানা পত্র * মিসেস্ বেলনস্ স্বীয় পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মিসেস্ বেলনসের পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে উহার একখণ্ড আছে।

এই ছবিগুলির মধ্যে বেশ বিষয়-বৈচিত্র্য আছে। উহাতে কলিকাতায় সাহেবদের জীবনযাত্রা ও খাঁটি দেশী গৃহস্থালী সবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ-দেশের লোকজনের চিত্রগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ-অঙ্কনে সামান্য ভুল এবং মেয়েদের মুখে একটু একটু বিলাতী ভাব থাকিলেও ছবিগুলি ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান। ছবিগুলির নাম হইতেই উহাদের বিষয়বস্তু বুঝা যাইবে।

রামলীলার চিত্রখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানির নাম *Benares* Illustrated in a Series of Drawings, by James Prinsep, Esq., F. R. S. Lithographed in England (Calcutta, 1831.) এই পুস্তকখানিতে কাশীর দৃশ্যাবলী ও উৎসবের কয়েকখানি ছবি আছে। তখনকার দিনে রামলীলা কিরূপ জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত তাহা এই চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মূল্যবান্ উপাদান। বহু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এ-দেশের জীবনযাত্রা, দৃশ্য, পরিধেয়,

---

* ১৮৩২, ৫ই মার্চ তারিখযুক্ত পত্রে চিত্রগুলি-সম্বন্ধে রামমোহন বেলনস্-গৃহিণীকে লিখিয়াছিলেন,— "...they are true representations of nature, so much so, that they have served to bring to my recollection, the real scenes alluded to of that unhappy country."

অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ। এইরূপ সকল পুস্তকের তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ-দেশীয় হিন্দুদের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এখানে শুধু একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। পুস্তকখানি—*Les Hindous* Par F. Baltazard Solvyns, Paris, Vol. I. 1808; II. 1810; III. 1811; IV. 1812. পুস্তকখানির চারিটি খণ্ডে বাংলা দেশের পূজাপার্ব্বণের অনেকগুলি ছবি আছে। এই ছবিগুলির কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া গেল,—

প্রথম খণ্ড :—মহাভারত কথকতা, রামায়ণ গান, হরিসংকীর্ত্তন, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, বিসর্জ্জন (কালীমূর্ত্তি), ঝাঁপ (গান), নীলাপূজা (চড়ক—বাণফোঁড়া)।

দ্বিতীয় খণ্ড :—নাচ, দুর্গাপূজা, কালীঘাট, সাধুসন্ন্যাসী, বিবাহ, ঝাঁপান বা মনসাপূজা, সাপুড়িয়া, সহগমন (একাধিক চিত্র), অনুগমন।

তৃতীয় খণ্ড :—কলিকাতার 'ফেরী', কলিকাতার দৃশ্য (২), বাজার, টোল (পাঠশালা), পল্লীগ্রামের রাস্তা।

বর্ত্তমান সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে ফ্যানী পার্কস্ (Fanny Parkes) রচিত *Waunderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque* (Calcutta, 1850) নামক পুস্তক হইতে দুইখানি চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ-দেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান উপাদান এই সকল পুস্তকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজাপার্ব্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া একত্রে মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হয়। এই কাজ পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ, সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজসাধ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের চিত্রের একটি অ্যালবাম্ প্রকাশিত করিলে বাংলা দেশের অতীতকে বুঝিবার বিশেষ সাহায্য করিবেন। পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের জন্য যে-আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঙালী-জীবনের চিত্র-সম্বলিত একটি 'কোর্পাস্' সঙ্কলন করিতেও সেরূপ উৎসাহ দেখাইবেন, ইহা আশা করা কি নিতান্তই অন্যায়?

পরিশেষে এই সঙ্কলন-কার্য্যে যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই ভূমিকার শেষ করিব। শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল বিশেষ পরিশ্রমে পুস্তকের দীর্ঘ সূচি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

২২, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৪০ } শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সংস্কৃত কলেজ

(১৫ মে ১৮৩০ । ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

চন্দ্রিকাকারের উক্তিঃ।—সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপক কর্ম্মে রহিত হইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে বৈদ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল ইহাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ করেন নাই কেবল শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ কর্ম্মে রহিত হইলে তৎপদে তাঁহার এক ছাত্র শ্রীযুত মধুসূদন গুপ্ত নিযুক্তহওয়াতে অন্য ছাত্রেরা সমাধ্যায়ির নিকট পাঠস্বীকার না করাতে কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং ছাত্রেরাই বা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন। উত্তর যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যেহেতুক একটী ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন ঐ ছাত্রের নিকট অধ্যয়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেননা অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিদ্যা তবে কাযে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে হইবেক তবে একথা স্পষ্টরূপে না কহিয়া কৌশলে বলা হইয়াছে যে তোমরা যদ্যপি ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে পারিবেন যদ্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ত্রুটি সপ্রমাণ করিয়া কর্ম্মে রহিতকরণানন্তর তত্তুল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের ছাত্রেরা সুখ্যাতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপত্র প্রাপ্ত যোগ্য নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্তুল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে সুখ্যাতিপত্র না পান যদ্যপি মধুসূদন গুপ্তের সহিত ইঁহারা বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়েরা জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্যছাত্রেরা ডাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্গরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক

সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুসূদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই কারণে রাখিয়াছেন ইহার পর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে এক সুখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক করিবেন অন্য অধ্যাপকদিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।—সং চং।

(১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ।—এতদ্বিষয়ে আমরা যে সম্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তদ্দ্বারা অবগত হইলাম যে ঐ কালেজে ১৯৬ জন ছাত্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে ৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্ব্বসুদ্ধ ৫৫০ টাকা। এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের বেতন মাসে সর্ব্বসুদ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটরী সাহেব ঐ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যার্থ নিযুক্ত আছেন তাঁহার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। এবং দুই জন পুস্তকাধ্যক্ষ আছেন তাঁহারা ৩০ টাকা করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা। মাসে সর্ব্বসুদ্ধ খরচ ১৮০০ টাকার ন্যূন নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির অট্টালিকার ভাড়া ধরিতে হয় সেও মাসে ২০০ টাকার ন্যূন নহে এতএব অন্যূন দুই সহস্র টাকা ঐ বিদ্যালয়ে মাসে২ ব্যয় হইতেছে অথচ ঐ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য কহিতে পারি যে তদ্দ্বারা যদ্যপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে এমত কহিতে পারি না। আরো বিবেচনা করিতে হয় এই মাসিক ব্যয়ের অতিরিক্ত ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড়ুকেশন কমিটি নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তথায় রাখিতেছেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ মার্চ ১৮৩৪। ১০ চৈত্র ১২৪০)

সংস্কৃত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত।—শ্রীযুত এডুকেসন কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু।

গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসম্ভ্রান্ত কমিটির নিকটে অতিবিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০।১২ বৎসরাবধি গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমরা পরীক্ষিত হইয়া সার্টিফিকটও পাইয়াছি।

কিন্তু তদ্রূপ সার্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অতিসম্ভ্রান্ত কমিটির সাহায্য না হইলে আমারদের বর্ত্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয়

মহাশয়েরদের তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে তাঁহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা প্রাপণের কোন ভরসা নাই। যেহেতুক সরকারের সাহায্যব্যতিরেকে স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ের দ্বারা আমারদের অল্পোপকারমাত্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকারপ্রাপণের অল্প-সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা আদালতে পণ্ডিত হওনব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি নাই তাহাতে অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান২ সাহেবেরদের অনুগ্রহব্যতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার অতিসম্মানিত কমিটির নিকটে অতিবিনীতপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্ম্ম শিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন এবং ঐ আদালতের সাহেবলোকেরদের হুকুমক্রমে আমলারদের কার্য্য নির্ব্বাহে আমরা বুদ্ধিসাধ্য সাহায্য করিতে সমর্থ আছি তাহা হইলে আমরা আইনের তাবদ্ব্যবহারজ্ঞ হইতে পারি এবং সামান্যতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল উচ্চ২ পদ অর্পণার্থ মুক্ত আছে তৎপ্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারি এবং যে পর্য্যন্ত আমরা সদাচার ও পরিশ্রম ও বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগ্যতা দর্শাইতে না পারি সেইপর্য্যন্ত আমারদিগকে কিঞ্চিৎ২ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। পারস্য ভাষার লেখা পড়া আমরা জানি না বটে কিন্তু তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্গরেজী ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বাঙ্গলা ভাষাতো আমারদের মা ভাষা এবং তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যে সকল বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও চর্চ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা লোপ পাইবে। একেবারে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না কিন্তু যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরো বিদ্যা বৃদ্ধি হয় এমত উপায় প্রার্থনা করি কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের ও যাঁহারদের প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছি তাঁহারদের কৃপাবলোকন-ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদ্যপি কার্য্যে অপটুতাজন্য আমারদের প্রতি কিছু সন্দেহ জন্মে তাহা আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহে পটুতা হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগৌরবান্বিত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন অতএব কর্ত্তারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমরা আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোষকতা করিতেছেন ঐ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় যৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়া এইক্ষণে এমত দুর্দশা হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে জানি না এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতদ্রূপ দুর্দশা ঘটিবে।

(স্বাক্ষরীকৃত) শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীতারানাথ শর্ম্মণঃ। শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ। শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। শ্রীআনন্দগোপাল শর্ম্মণঃ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীচতুর্ভুজ শর্ম্মণঃ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২)

সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।—আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে ঐ ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর চর্চ্চা করিতে হইবেক না।

এই সুসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমরা ইহার প্রতিবাদী ছিলাম কেন না ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্ত্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কালপর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকর্ত্তারা বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।

অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাঙ্ক্ষি মহাশয়দিগের উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রধান লোককে তৎকর্ম্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অভিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্ম্মে সুপ্রতুল হইতে পারে তৎপ্রমাণ দেখুন যত দিবসাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে জুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কি২ ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসদুরী কর্ম্মে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজা প্রজার কি উপকার হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। পরন্তু এতন্নগরের নেটীব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের ভদ্রাভদ্র বিষয় কৌশলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের যে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহা নির্দ্ধারিত হইলে সর্ব্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত

হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বর্ত্তমান এই এক বলবৎ প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি সুফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা অবগত হইয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রতি তাঁহার পরামর্শ দ্বারা ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠের অনেক বাহুল্য হইতেছে। যদ্যপি কেহ এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়া অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাঁহাকে এই অনুরোধও করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ব্বকৃত অখ্যাতি দূরীকৃত হইয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইতে পারে।—চন্দ্রিকা।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫)

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদারক করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্বারা আমারদিগের নিগূঢ় বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিতা হইলে যাঁহারা আনন্দিত হয়েন তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনরেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্ট্রকসন-হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদ্যপি আমরা প্রকাশ না করি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্যা বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহ্লাদিত হয়েন তাঁহারদিগের এবং ঐ সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি অন্যায় হয়। শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কি না এবং পরমেশ্বরের কার্য্য কি এই উভয় বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বারা যিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাঁহার রেবেরেণ্ড ইয়েট সাহেব পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই দুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত টাকা দিবেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমরা পরমাহ্লাদিত পূর্ব্বক বলিতেছি যে এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছাত্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল শর্ম্মা ও দিগম্বর শর্ম্মা এই উভয়ে তৎকার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক মান্যতা করি কেন না যে বিষয় পূর্ব্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের পূর্ব্বং পুরুষ কর্তৃক সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল তদ্বিষয়ে ঐ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক মধ্যে জানাইয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

আমরা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে দুই প্রশ্ন দিয়াছিলেন আর ইহার উত্তর লিখককে ১০০ শত টাকা জেনরেল কমিটি ও পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন দিয়াছেন ইহা আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্তু ঐ ১০০ টাকা শ্রীযুক্ত মিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদ্বিষয়ে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত উত্তম বিষয়ে যে ব্যক্তি দাতা তাহার প্রশংসা করা হয় নাই। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

আমারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ে আদর দর্শাইয়া এতন্নগরে যে এক সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপিতা ছিল তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিপরীত রীতি দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে তাহাও বুঝি সমূলে উন্মূলন হয় কারণ ঐ পাঠশালার সেক্রেটরী পদ যাহা পূর্ব্বে২ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ সাহেবলোকদিগকে অর্পিত হইত পরে মহামহিম অসীমগুণাধার শ্রীযুক্ত রামকমল সেন ও শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব মহাশয়দিগকে দত্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনিতেছি যে বানর হস্তে খড়্গ সমর্পণ করার ন্যায় অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেও ঐ পাঠশালার একজন ছাত্র অথচ তৎকর্ম্মের অপাত্র নব্যবয়স্ক অপরিণামদর্শী কোন বৈদ্য ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদানে তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়রা কল্পনা করিতেছেন……। কস্যচিদতি বৃদ্ধবিপ্রস্য।

(৩০ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণার্থে আমরা কিয়দ্দিবস হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে তৎপাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে পরন্তু আহ্লাদপূর্ব্বক আপনারদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের ঐ ছাত্রদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস জন্য এক জন তরজমা কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সন্তোষযুক্ত হইলাম কিন্তু ঐ ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না তজ্জন্য আমরা বাসনা করিতেছি যে যথা নিয়মানুসারে ঐ কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অস্মদাদির এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্ব্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন কেন না পরে তাহারদিগের শুভদ্র হইবেক। অপর অস্মদাদির দেশস্থ লোকেরা আকাঙ্ক্ষিত হইয়া যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু এ অতি দুঃখের বিষয় যে ঐ সকল ছাত্রেরা তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি ঐ রীতি সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হইতে পারে কিন্তু সে ব্যাঘাতে

হানি নাই কেন না ঐ ছাত্রেরা সংস্কৃত বিদ্যা জ্ঞাত থাকিয়া যদি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন। ঐ সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হওনে মন্দ ঘটনা না হইয়া ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যানুশীলনে ছাত্রদিগের পক্ষে উত্তম এবং ঐ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজ।—পশ্চাল্লিখিত ইনতেহামে গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজ যে ছাত্রেরদিগকে যেং পারিতোষিক প্রদত্ত হইল তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।...

শ্রীযুত মুক্তারাম ভট্টাচার্য্য	২০০ টাকা
ঐ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৮০
ঐ মদনমোহন ভট্টাচার্য্য	১০০
ঐ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য	১০০
ঐ রাজকৃষ্ণ গুপ্ত	১০০
ঐ বিশ্বনাথ গুপ্ত	১০০
ঐ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫০
ঐ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৫০
ঐ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	১০

(৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬)

মেষ্টর মোয়ের সাহেব যিনি অনেক বার দানশীলতা প্রযুক্ত সুখ্যাত আছেন তিনি সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দুইশত কবিতা দ্বারা ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কহিয়া ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোষিক অঙ্গীকার করাতে আমরা সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অনুরোধ করি যে তাহারা এতদ্বিষয়ে সক্ষম হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

"ভূগোলখগোলবর্ণনম্" নামে বিদ্যাসাগরের একখানি বই তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের গোড়ায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্ মিয়র নামে পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ানের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে ১০০ শ্লোক রচনা করিয়া এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব এখানে উপরিলিখিত পুরস্কারের কথাই লিখিত হইয়াছে।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্টেন্ট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত

করণার্থ যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহ্লাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পংক্তিও লিখিতে সমর্থ হয়েন না কেবল বাহিরে উপদেশ দেন বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্দেশীয় যেং ব্যক্তি যখনং উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে উত্তমং পদে নিযুক্ত করেন।—জ্ঞাং নাং।

(২৪ আগষ্ট ১৮৩৯। ৯ ভাদ্র ১২৪৬)

সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের কার্য্যার্থী হইয়া যাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের চেষ্টার বিষয় আমরা এক সপ্তাহের ভাস্করে প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে শুনিলাম প্রার্থকদিগের মধ্যে কাহার প্রতি উপরোধ অনুরোধ চলিবেক না ঐ কালেজাধ্যক্ষ সভা শ্রীযুত মার্সাল সাহেবের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তিনি পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন এই বিষয় শ্রবণে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম এবং বোধ করি উক্ত কালেজের অধ্যাপক নিয়োগ বিষয়ে পূর্ব্বে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল এইক্ষণে তাহা রক্ষা পাইবে উক্ত কালেজাধ্যক্ষ সভার নিয়ম ছিল পরীক্ষা করিয়া লোক নিযুক্ত করিবেন কিন্তু মধ্যে কয়েক ব্যক্তির বিষয়ে সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে তাহাতে আরো বোধ করিয়াছিলাম উক্ত সভা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছেন এইক্ষণে জানিলাম তাঁহারা ভুলেন নাই তবে শৈথিল্য বা কর্ম্মকারক লোকের বাক্যে বিশ্বাস প্রযুক্ত কেহং বিনা পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন যাহা হউক সম্প্রতি অতি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত মার্সাল সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন আমরা বোধ করি তাঁহার বিবেচনাতে পক্ষপাত শৈথিল্যাদির সম্পর্ক থাকিবে না ঐ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ নিপুণ যথার্থ রূপে অধ্যাপকদিগের বিদ্যা পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা পরীক্ষাব্যতীত কাহাকেও নিযুক্ত না করেন।—ভাস্কর।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ...।—জ্ঞানান্বেষণ।

হিন্দু-কলেজ

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ গত শনিবারে টৌন হালে হয় তাহার বিবরণ আমরা ইণ্ডিয়া গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা বিশেষতঃ শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত সর এড্‌ার্ড রৈণ সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত প্রৌডন সাহেব ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং অন্যান্য এতদ্দেশীয় যেং লোক বালকেরদের বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাঁহারা সমাগত হইয়াছিলেন। অপর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে আহ্বান করিলে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কৃতবিদ্য বালকেরদিগকে পুরস্কার দিলেন ইহার শেষ হইলে কতক যুব ছাত্রেরা নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল। সেই সকল প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই।

আলেকসান্দর ও দস্যু।

আলেকসান্দর	...	কমলকৃষ্ণ দেব
দস্যু	...	মাধবচন্দ্র সেন
কৃপণ ও পলুতস	...	পিতাম্বর মিত্র

লাকিলস উআর্নিং

লাখিল	...	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
ডাইন-	...	হরনাথ মুখোপাধ্যায়

মর্চাণ্ট আফ বোনস।

প্রথম আকূট প্রথম সিন।

সৈলক	...	কৈলাসচন্দ্র দত্ত
টুবাল	...	রামগোপাল ঘোষ
সলানিয়ো	...	তারকনাথ ঘোষ
সলারিণো	...	ভুবনমোহন মিত্র
পিটরো	...	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
তীর্থযাত্রী ও মটর	...	হরিহর মুখোপাধ্যায়

ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও যাত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর পিণ্ডরের কাব্য আবর্ত্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়া যে হিন্দু যুব লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে শ্রীরামতনু লাহিড়ি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ পাঠ করিলেন ঐ মহাশয়েরা যে ইঙ্গরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়।

কৈলাশচন্দ্র দত্ত রামবাগান দত্ত-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র। কৈলাশচন্দ্র ১৮৩৫, ২৭এ আগষ্ট তারিখে 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামে একখানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ('মাসিক বসুমতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ. ২১১)।

রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা (পৃ. ৬৫৫-৬৩) 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

…হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ডেরোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিকনামক এক জন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটূ বলিয়াছিল তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তেলি পো ব্রাহ্মণঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমত কুকর্ম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর।

অপর কালেজের ছাত্রেরদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিল এই কথার অনেক বিবেচনা হইয়াছিল ঐ ডাইরেক্টর মহাশয়দিগের মধ্যে ডাক্তর উইলসন সাহেব এমত কহিয়াছেন যে বালকেরা যে সকল পুস্তকাদি কালেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি মান্য করিবে না ইহাতে যাঁহার স্বেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় পাঠাইবেন না।

আমরা এক্ষণে ডাক্তর উইলসন সাহেবকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক তিনি অতি দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাঁহার দয়া আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে যাঁহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন কালেজের ছাত্রদিগকে কিম্বা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আমরা আর কিছু কহিতে পারি না যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক। [সমাচার চন্দ্রিকা]

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

হিন্দু কালেজ।—এতদ্দেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকাঙ্ক্ষি এবং আমারদের স্বদেশস্থ লোকেরদিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কালেজে রাজস্বের তাবদ্ব্যাপার ও ব্যবস্থা

বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের ঔৎকর্ষকরণ মহাকার্য্য দেশাধিপেরা যদ্রূপ সুগম করিতেছেন তদনুরূপ তাঁহারদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম।—রিফার্ম্মর।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

হিন্দু কালেজ।—ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এইক্ষণে কেপে বর্ত্তমান শ্রীযুত ডাক্তর আদম্‌সন সাহেবকে হিন্দু কালেজের এক মহোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তর আদম্‌সন সাহেব বিদ্যালয়ের যে কোন কর্ম্ম হউক তন্নির্ব্বাহ করিতে অতযোগ্য স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্ব্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক নহেন আমারদের পরমাহ্লাদ যে তিনি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হিন্দু কালেজ।—শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

হিন্দুকালেজ।—ইনকোয়েরর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের তত্ত্বাবধারকতাকর্ম্মে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

হিন্দুকালেজের সভা।—শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের যে পরম মঙ্গল করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাযায় তদ্বিষয়ক বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্ত্তমান ও পূর্ব্বকালীন ছাত্রেরদের পটোলডাঙ্গায় একত্র সমাগম হয়। তাঁহারদের পরস্পরের অনবধানতাপ্রযুক্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ ছাত্রেরা সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করাযায় এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তাঁহারদের স্থানে চাঁদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়া ঐ গাড়ুঃ নির্ম্মাণ করাযায় ঐ বৈঠকে যে ছাত্রেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল ঐ চাঁদার যে টাকা সহী হইবে তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে। তদনন্তর নিম্নে লিখিত মহাশয়েরা তৎকার্য্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত লক্ষ্মণচন্দ্র দেব। শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর। শ্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীযুত গঙ্গাচরণ সেন। শ্রীযুত মাধবচন্দ্র মল্লিক। শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীযুত উমাচরণ বসুজ। শ্রীযুত নীলমণি মতিলাল।

শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ সভার সেক্রেটরী হইলেন ঐ সভাতে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক সভাপতি ছিলেন।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব। হিন্দুকালেজের বৈঠক।—গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু কমলচন্দ্র গাঙ্গুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা ও হিন্দুকালেজের অন্যান্য ছাত্রেরা পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্ব্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনন্তর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ শ্রীযুত রাস শ্রীযুত স্মং শ্রীযুত হের ও অন্যান্য সাহেবেরদের সমভিব্যাহারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদন পত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারসূচক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে ঐ সকল ছাত্রেরা তাঁহার নিকটে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিককে প্রধান স্থির করিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন। কালেজের ছাত্রেরদের আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা ও সুবিবেচনা ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেক্চর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুরদের মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দুরদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে প্রযোজকতা করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের কিপর্য্যন্ত সম্ভ্রম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রৌপ্যময় গাড় প্রদানের চাঁদাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন।

(১২ মার্চ্চ ১৮৩৪। ৩০ ফাল্গুন ১২৪০)

পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ্চ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।…কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না।…

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।

*   *   *   *

লার্ড রাণ্ডল্ফ ও গ্রিনালবন।

নর্বল ... ... তারকনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি। ... ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

গ্লষ্টর। ... মধুসূদন দত্ত।

এই মধুসূদন দত্তই স্বনামধন্য মাইকেল মধুসূদন বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবিষ্ট হন বলিয়া তাঁহার চরিতকারেরা লিখিয়াছেন। তাহা হইলে ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু মধুসূদন ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের বেশী বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল না।

> "The [Hindu] college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted"..(*Asiatic Journal* for Sep.-Dec. 1832. Asiatic Intelligence--Calcutta, pp. 114-15).

তাহা হইলে ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই মধুসূদন হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ১৮৩৪ সনে তিনি যে হিন্দু-কলেজে ছিলেন তাহার প্রমাণ উপরিউদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইতেছে।

মধুসূদনের জন্মতারিখ লইয়াও গোল আছে। সকলেই বলেন, মধুসূদনের জন্ম হয় "১৮২৪ সনের ২৫এ জানুয়ারি (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার)", কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি = ১৩ই মাঘ রবিবার হয়,—১২ই মাঘ, শনিবার নহে।

১৮৪১ সনে 'জুনিয়র' 'সিনিয়র' বৃত্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে (*Friend of India*, 13 May 1841), মধুসূদন সেই বৎসর আগষ্ট মাসে জুনিয়র পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৪২, ৭ই জানুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে পাওয়া যায়:—

> "Hindoo College.--The annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a. m. at the Town Hall.…
>
> Students who obtained Junior Scholarships-
>
> Bhoodeb Mookerjie,—Junior Scholarship
> Bonnomally Mitter,— do
> Muddoosoodun Dutt,— do
>
> (Cited by the *Friend of India* for Jany, 13, 1842, p. 23).

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইতে পারে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্ম ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্ম সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্ম মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্ম ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better: I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly

Kaly Prussunno Singh

Calcutta the 9th February 1861.*

সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্রখানি এইরূপ :—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্ম আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্ম কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্ম। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী

---

* লিথোগ্রাফে মুদ্রিত এইরূপ একখানি পত্র গৌরদাস বসাক মহাশয়ের বাটীতে ছিল। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সমগ্র বক্তৃতাটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল:—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।"*

মাইকেল ঢাকায় গেলে ঢাকাবাসীরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ:—

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন

---

* আমার অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই মানপত্র ও মাইকেলের বক্তৃতার নকল পাঠাইয়াছেন।

একজন বক্তৃতা কারান বলেন যে "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর।"

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতগুলিতে উপরিউদ্ধৃত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম উভয়েই মাইকেলের ঢাকা-গমনের তারিখ ১৮৭৩ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি যে ভুল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

হিন্দু কালেজ।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শ্রীযুত ডাক্তর গ্রান্ট [?Tytler] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটসম্পাদক শ্রীযুত রিচর্ডসন সাহেব ও টাকশালের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কর্নিয়ম [Curnin] সাহেবের মধ্যে বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই দুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে তাঁহারদের কিপর্য্যন্ত অনুরাগ।...২০ জুন ১৮৩৫। এস।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন্ সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [Aid-de-camp] হইয়াছেন ঐ সম্বাদ অনেকেই শ্রুতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কর্ম্ম হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন।—অবগত হওয়াগেল যে শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব হিন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ঐ বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

বর্দ্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবর্নর্ ছিলেন আমরা শুনিতেছি শ্রীযুত যুব মহারাজও তাঁহার পিতার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২৫ আশ্বিন ১২৪২)

হিন্দুকালেজ ।—ব্যবস্থাপক কমিসান সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীযুত কামরণ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে ভাবধ্যবসায় বিষয়ে শিক্ষা দিবেন তাহাতে আমরা পরমসন্তোষপূর্ব্বক ছাত্রেরদের অতিসৌভাগ্য বোধ করিলাম। উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্ব্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তদ্দ্বারা বিশেষ ফলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে আমরা উচ্চতর বিশ্বাস্যপদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরাতে আমরা ইঙ্গলণ্ডদেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম। এতাদৃশ সুধারা স্থানবিষয়ে অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ব্বপ্রকারেই আপনারা প্রস্তুত থাকি কি জানি পাছে তদ্রূপ সুধারার বিপক্ষপক্ষীয়েরা কহে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণে অযোগ্যহওয়াপ্রযুক্ত ঐ সুধারা স্থগিত করা উচিত।—রিফার্ম্মর।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

অদ্য দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাত্তাস্থ রাজবাটীতে শ্রীশ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইবে এই পরীক্ষা দর্শন এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার মিত্রেরদের সুখজনক বটে অতএব তাঁহারা যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অনুরোধ করিতে হয় না আমরা প্রতিবৎসর দেখিয়াছি বালকেরা যে ভঙ্গিপূর্ব্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা আহ্লাদিত হন এবং আমরা শুনিতেছি এবৎসর বালকেরা কালেজের মধ্যে শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে ঐ বিষয় যেরূপ অভ্যাস করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত আহ্লাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে যাঁহারা এবৎসর যে২ অংশ পাঠ করিবেন আমরা ঐ সকল নাটক এবং পঠিতব্য অংশের নাম সহ তাঁহারদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ করিলাম।

প্রথমত রাজা ও জাতাকরের বক্তৃতা।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রাজা নরোত্তম দাস জাঁতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক ব্যক্তির স্বপ্ন দর্শন। সেই ব্যক্তির প্রতিরূপ শ্রীযুত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাস্পোটের বক্তৃতা।

শ্রীযুত বাবু গোপাল মুখয্যা টবিটাস্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব যে মনুষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা কহিবেন।

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা।

শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন।

ষষ্ঠ বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্রা।

ডিউক।	রাজেন্দ্রনাথ সেন।
সাইলাক।	উমাচরণ মিত্র।
এন্টোনীয়।	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।
পর্সীয়া।	অভয়াচরণ বসু।
গ্রেসীএন।	রাজনারায়ণ দত্ত।
বেশেনীয়	রাজেন্দ্র বসু।
নেরিসা	রাজেন্দ্র মিত্র।
সেলিরিণ	গোপাল মুখুয্যে।

সপ্তম নেলিগ্রে।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন।

অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু।

পেটণ্ট।	কালীকৃষ্ণ ঘোষ।
ডাউলাস।	গিরীশ ঘোষ।

নবম ইতিহাস।

ভুবনমোহন ঠাকুর তাহা কহিবেন।

আমরা বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য রাত্রিতে যে কালেজের পুরোবর্ত্তি পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ করিবে এ বিষয় লেখা অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্ত্তমান ছাত্র এবং পূর্ব্বকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা চাঁদার দ্বারা এই বাজীদাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবৎসর চাঁদাতে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর তামাসা ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদর্থে পোলীসের লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

এগুলিকে পুরাতত্ত্বর নাটকাভিনয় মনে করিয়া মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ('সন্দর্ভ-সংগ্রহ,' পৃ. ২৪-২৬) ও শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (*Cal. Review*, Jany., 1924, p. 112) ভুল করিয়াছেন।

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫)

(কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে) হিন্দুকালেজ।—উক্ত বিদ্যাগারের বার্ষিকী পরীক্ষা এবং পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় টৌনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে কতিপয় সম্ভ্রান্ত

ইঙ্গরেজ ও ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত আনরবল সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গল সাহেব ও শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুত জে সি সি সদরলণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত ডি প্রার সাহেব ও শ্রীযুত মেজর বরলন্টন সাহেব ও কাপ্তানদ্বয় মার্সল সাহেব ও বিন্ট সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আদৌ সেক্রেটরী সদরলণ্ড সাহেব কর্তৃক পুস্তকচয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান করিলেন।

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধৃত প্রকরণ সুচারুরূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে সভাসকল মহানন্দিত হইলেন। তদ্‌যথারূপক।

গুলাব পুষ্প। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর।

খদ্যোত কীট। শ্রীমোহন মুখয্যে।

ফেকেনহেম নামক উপভূত। শ্রীমতিলাল বসাক।

বংশী। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মিত্র।

সব্বালাম। শ্রীশ্রীনারায়ণ বসু।

হেন্‌রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাঁহার সেনাপ্রতি। শ্রীশ্যামাচরণ বসু।

কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু।

কাটোর আত্মকথন। শ্রীহরিনারায়ণ পাল।

সর্ সিমন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখয্যে।

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে। শ্রীঅভয়াচরণ বসু।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর্ ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযুত মাঙ্গলস্ সাহেব ও শ্রীযুত সদরলণ্ড সাহেব যে সকল কূটপ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাঁহারা প্রদান করেন।

পরিশেষে সর্ এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্তপূর্ব্বক কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা ন্যূন হইবেক তথাপি জেনরেল কমিটি আফ্ পবলিক ইনষ্ট্রকসন হইতে তন্মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠার্থিগণ বহুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচনা কারণ প্রাপ্ত হইবেন।

এই সভা সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়।

উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সন্নিহিত স্থানে অপূর্ব্ব অগ্নিক্রীড়া বর্ত্তমান এবং পূর্ব্বশিক্ষিত বালকগণকর্তৃক কেবল চাঁদার দ্বারা ব্যয় সঙ্কলনে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ও উত্তমরূপে পর্য্যবসান হইল।

(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬)

হিন্দু কালেজের সমীপে যে স্থানে খ্রীষ্টিয়ান গীর্ব্বা হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে বাঙ্গালা পাঠশালা হইবে এতচ্ছ্রবণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়েরা অত্যন্ত সুখী হইবেন। এই পাঠশালা হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষবর্গ কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়া নূতন নিয়মানুসারে চলিবে…।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় পাঠশালা।—গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে শিলান্যাস হইল। ঐ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির অন্যান্য অন্তঃপাতি মহাশয়েরা এবং এতদ্দেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণাগ্রগণ্য মহানুভবেরা সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব সমাগত মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার জনকের ন্যায় শিষ্টাচার করতঃ কহিলেন যে এই পাঠশালা স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের পরম সন্তোষ আছে তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেবের বক্তৃতানুরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন। ঐ দিবসীয় তাবৎ ঘটনা এবং ঐ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্যাসের তাবদ্বিবরণ আমরা ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

আমরা শ্রুত হইয়াছি যে ঐ পাঠশালা নির্ম্মাণের তাবদ্ব্যয়ই দেশীয় মহাশয়রা প্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সন্তোষের বিষয়। যখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষা উঠাইয়া তাবৎ সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে দেশীয় লোকেরা নিতান্ত সাহায্য করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল।

এই পাঠশালা নির্ম্মাণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালায় ব্যবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাঁহারা প্রস্তুত করেন তাহা হইলে পাঠশালা নির্ম্মাণের পর উত্তমরূপে কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

পাঠশালার শিলান্যাসের ব্যাপার।—কল্য সায়াহ্ন ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত

কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর ওসাক্নেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্য অনেক মহাশয় ব্যক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন ইত্যাদি তাবদ্বিবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভয় কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব সমাগত ব্যক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার সৌষ্ঠবকরণার্থ এই পাঠশালা সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষায় আরো আবশ্যকতা হইয়াছে। পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন বিষয়ে শ্রীযুত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব কহিলেন যে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় শিক্ষা করণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধের এক উপায় এবং তদ্দ্বারা যে জ্ঞান ইঙ্গলণ্ডীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহা দেশীয় ভাষার দ্বারা দেশীয় বহুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যাপনের পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কীর্ত্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারূপে বর্ণনা করিলেন।

তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত বক্তৃতা করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন।

কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আনুকূল্যে বিশেষতঃ

অধ্যক্ষ

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর

কর্ম্মনির্ব্বাহক

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন

শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত

শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বসু
ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাহেব
সেক্রেটরী
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এবং ঐ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত
হওনার্থ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালায়
শিলান্যাস
অদ্য শুক্রবার বাঙ্গলা ১২৪৬ সাল ১ আষাঢ়
ইঙ্গরাজী ১৮৩৯ সাল ১৪ জুনে
কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা সম্পন্ন হইল
তিনি বঙ্গ দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সম্রান্ত নিবাসী
বহুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ

তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সম্রম পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে অনুরক্ত। এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাতা রাজধানী নিবাসি লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপ্যমানা করণার্থ অতি মহাযত্ন করিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্তিও অনেক ব্যয় করিয়াছেন

শিবচন্দ্র বিশ্বাসকর্তৃক খোদিত।

[ইংলিশম্যান্, ১৭ জুন]

(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬)

হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নির্ম্মাণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অনুমান করি যে ২।৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। পাঠশালার উপস্থিত যেং বিষয় তন্নিমিত্ত অনেক পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্দুকালেজের ইংরেজী শিক্ষার রীত্যনুসারে এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া যাইবে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক বলি যে এই পাঠশালায় প্রাচীন বিদ্যায় উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমান ও মাপ ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখা গণিত ইত্যাদি পুস্তক ঐ পাঠশালায় শিক্ষা প্রদানার্থ প্রস্তুত হইতেছে। এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা বেতনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে।

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মহোপকার করণার্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষবর্গেরা বিবেচনাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সাহায্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬)

কলিকাতার নূতন পাঠশালা।—কলিকাতার নূতন পাঠশালা স্থাপনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটীতে গত বুধবারে তাঁহারদের এক বৈঠক হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে তাঁহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানন্তর বালকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যে তিন জন ছিলেন তাঁহারদের যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় বিবেচনা হইল। তাঁহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়াছেন তাহা আমরা শ্রুত হই নাই। ঐ কর্ম্মের বেতন দশ টাকার অধিক হইবে না। পরে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ অতিশীঘ্র কমিটির উদ্যোগে নূতন পাঠশালা ও দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ প্রকাশ হইবেক।

(৯ নবেম্বর ১৮৩৯। ২৪ কার্ত্তিক ১২৪৬)

নূতন পাঠশালার অনুষ্ঠান।—আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কার্য্য আরম্ভ হইবে ও যে২ নিয়মেতে চলিবে তাহার এক২ পাণ্ডুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে। সেই পাণ্ডুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে বিশেষতঃ ঐ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাহার প্রথম সম্প্রদায় অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদ্যা শিক্ষা পাইবে। বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাস্ত্রের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে যথা ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা এবং শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধি এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং পত্র লিখনীয় রীতি। তৃতীয় সম্প্রদায় সুশিক্ষিত ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন যথা শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি পূর্ব্বকালীন ও ইদানীন্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজগণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি

বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেন্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোসলমানেরদের ব্যবস্থা।

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বর্ষের ব্যবস্থা অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র গ্রাহ্য হইবে না এবং দশ বর্ষ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এমত সুশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা করিতে পারেন তবে গ্রাহ্য হইবে।

উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ ব্যয়।

প্রথম	বর্গ	বার্ষিক	২	টাকা	ছয়মাসে	১	টাকা
দ্বিতীয়	বর্গ	ঐ	৪		ঐ	২	
তৃতীয়	বর্গ	ঐ	৮		ঐ	৪	

ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় করা যাইবে বালকেরদের তদ্বিষয়ে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে।

যে পিত্রাদি বান্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাঁহারা হিন্দু কালেজের শ্রীযুত সেক্রেটরি মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাঁহারদের নাম লিখিয়া তাঁহারদের মধ্যে প্রাধান্য প্রধান্য বিবেচনা করিয়া সম্প্রদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে হিন্দু কালেজান্তর্গত নূতন পাঠশালায় পাঠাকাঙ্ক্ষিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যদি প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় ততে কালেজের অধ্যক্ষগণ আরো কএকটা গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন। এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপার্জ্জনে অত্যন্ত উৎসুক তাহা জানা যাইতেছে যদ্যপি ভারতবর্ষস্থ মনুষ্যেরা এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপার্জ্জনে উৎসুক না হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শনিবারে বাঙ্গলা পাঠশালার পাঠারম্ভ কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় মহৎ২ মনুষ্যের সমাগমন হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত আছি শ্রীযুত রায়েন ডাক্তর গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ডেবিড হেয়ার শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মতীলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল্ কালেজ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য জনগণ সমক্ষে শ্রীযুত বাবু

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার তাৎপর্য্য সহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরদিগের যে লভ্য তাহাও ব্যাখ্যা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ দুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা হইলে ই রায়েন সাহেব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিলেন যে এতদ্দেশে অনেক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহায্য করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিম্বা তাহা নহে এডুকেশন কমিটির সকল বিদ্যালয়েই তাঁহারা সাহায্য করেন। উক্ত কমিটির তাৎপর্য্য এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা সুশিক্ষিত করাইলে তাহারা এই রীত্যনু-সারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষানুভবহেতু এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত না উক্ত সাহেব আরো কহেন যে উক্ত কমিটির প্রার্থিত সিদ্ধি এবং তাঁহারদিগের অতিশয় আনন্দ হইল। আর এই বিদ্যালয় এই সহরে প্রথমতঃ প্রধান হইল অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা করিলে তাহা অসম্পূর্ণ এইক্ষণে হইল না অনন্তর রিচার্ডসন সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চাযরের [চসারের] কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্ন সেই ন্যায় বাঙ্গলা ভাষা এইক্ষণে আছে। চাসার বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশ ইঙ্গরেজী বিদ্যার প্রাচুর্য্য করিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশ প্রাচুর্য্য হইবে। পরে ওসাগ্নিসি সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকের-দিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা এবং মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদিগের এই প্রকার শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা ঐ স্থানের ছাত্রগণ উত্র ভাষাদ্বারা চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন।

ডিরোজিও

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দু কালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল শনিবার ডাইরেকটর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন ···।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

ড্রোজু সাহেবের মরণ।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ···। তাঁহার অত্যল্প বয়স্ অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে···।

ড্রোজু সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যত্তপিও ইঙ্গরেজী তাঁহার জাতিবিদ্যা নহে এবং তিনি এতদ্দেশীয় ফিরিঙ্গি বটেন তথাপি তাঁহার লেখাপড়া শ্রবণাবলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে বোধ হইত তাহার কৃত ফকিরাজঙ্গিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তাঁহার বিদ্যার নিপুণতা জানিয়া হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্তু বালকতাহেতুকই হউক অথবা অসদুপদেশদ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজু নাস্তিকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার দ্বারা হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশ-হওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহির্ভূত হন পরে গত জুনমাসাবধি ইষ্টইণ্ডিয়াননামক এক সমাচারের কাগজ করিয়া নিত্য প্রকাশ করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের ধর্মদ্বেষী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন⋯।

ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহারা বড় বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্তাকর্তা বিধাতা ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবেক। ইহার মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে⋯। ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম")

ড্রোজু সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিজ্ঞানরূপে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ফিরিঙ্গি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্য ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের পাঠশালায় সুশিক্ষিত হইয়া হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্তমাত্রেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি হইয়াছিল।

অপর ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে (পারথিননামক) এক সাপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনন্তর (হেসপিরস) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।⋯ সং রং [সম্বাদ রত্নাকর]

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

ড্রুজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন।—গত ৫ জানুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে মৃত ড্রুজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেন্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম

হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে সরকারী চাঁদার দ্বারা যে মৃত ড্রজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাঁহার চিরস্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নির্ম্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং আর২ সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়া যদি চাঁদার টাকা কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে তবে তাহা ড্রজ্ সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব করা যায়। তদনন্তর চাঁদার বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ টাকার স্বাক্ষর হইল।

(৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

মৃত ড্রোজু সাহেব।—মৃত ড্রোজু সাহেবের স্মরণার্থ তাঁহার কবরস্থানোপরি এক স্তম্ভ গ্রন্থনার্থ যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তাঁহার কবরস্থানোপরি চণ্ডালগড়ের প্রস্তরনির্ম্মিত এক স্তম্ভ প্রস্তুতহওনার্থ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঐ স্তম্ভ গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪৷৵৷৮ হইবে। আমরা শুনিয়া কিঞ্চিচ্চমৎকৃত হইলাম যে ১৫৫৪ টাকার চাঁদা হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা আদায় হইয়াছে। ভরসা করি যে ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরা শীঘ্র ঐ টাকা প্রদান করিয়া আপনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির স্মরণার্থ অনবধানতাজন্য দোষহইতে মুক্ত হইবেন।

১৮৪২, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয়:—

"ধর্ম্ম সভার গত বৈঠক।...পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ শালাবধি ১৮৩৩ শাল পর্য্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা অব্যবহার্য্য করেন। ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগকে সদা সর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেকচর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও বক্তৃতা, বিশেষত অতিসুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভাসিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিনন নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও

---

* অর্থাৎ পরস্পর বাদানুবাদার্থক সভা ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহু বৎসরাবধি সভাপতি ছিলেন।